সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভূমিকা

পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ গরীব মানুষের আরও কাছে, আরও আপন করে তোলার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কথা ভাবা হয়েছে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি শুধু রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিয়ে নয়-- গ্রামের উন্নয়নে আগ্রহী মহিলা-পুরুষ, বেসরকারী সংগঠন, স্ব-নির্ভর দল, অবসরপ্রাপ্ত অথবা কর্মরত শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী সবার মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী সহভাগী গণতান্ত্রিক কাঠামো যার কাজকর্ম রূপায়িত হবে খোলামেলা, স্বচ্ছ ও সহমতের ভিত্তিতে।

নিজেদের উদ্যোগে পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম সংসদ এলাকার উন্নয়নে কাজ করবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কীভাবে তৈরী হবে, কারা থাকবে এই সমিতিতে, কেমন করে তাদের বাছাই করা হবে, কী কাজ করবে এই সমিতি, কীভাবে তারা কাজ করবে -- এই সমস্ত তথ্য সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী করা হল 'গ্রাম উন্নয়ন সমিতির হাত-বই'। বইটির উন্নতিকল্পে কোন প্রস্তাব থাকলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

ভবদীয়
স্বাঃ/- *মানবেন্দ্র নাথ রায়*
সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির হাত-বই

গ্রাম সংসদের বিশেষ সভায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তৈরীর জন্য আদেশনামা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের পদ্ধতি, পরিচালন-প্রক্রিয়া এবং সম্ভাব্য কাজ বিশদভাবে জানানোর জন্য এই হাত-বইটি তৈরী করা হল।

(১) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তৈরী করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত একটি বিশেষ সংসদ মিটিং ডাকবে।

(২) ঐ বিশেষ সভার তারিখ, সময় ও স্থান স্থির করে কমপক্ষে ১৫ দিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েত নোটিশ জারি করবে। সদস্য তথা ভোটারদের জানানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ঢ্যাড়া পিটিয়ে, মাইকে প্রচার করে বা হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করবে। গ্রাম সংসদ এলাকার যে কোন প্রকাশ্য স্থানে এই বিশেষ সভা বসবে।

(৩) এই বিশেষ সংসদ সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রধান, তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান এবং দুই জনেই অনুপস্থিত থাকলে ঐ সংসদে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। দুই জন সদস্য থাকলে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

(৪) ঐ বিশেষ সভা বৈধ হতে গেলে অন্তত ২০ শতাংশ গ্রাম সংসদ সদস্যের হাজিরা লাগবে। না হলে সভা মুলতুবি হবে। প্রথম সভার পর সপ্তম দিনে ঐ একই স্থানে অবশ্যই মুলতুবি সভা বসবে। মুলতুবি সভার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত একইভাবে প্রচার করবে এবং কমপক্ষে ১০ শতাংশ সদস্য বা ভোটার উপস্থিত হলে সভায় কোরাম হবে। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন।

(৫) মুলতুবি সভাতেও কোরাম না হলে সভা পুনরায় মুলতুবি হবে। ঐ সভার এক মাস বাদে নতুনভাবে বিশেষ সংসদ সভা ডাকতে হবে (২)-নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে। সভায় কোরাম না হলে পুনরায় (৪)-নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। যথাক্রমে (২)-নং এবং (৪)-নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ অবধি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সম্পূর্ণভাবে গঠিত না হচ্ছে।

(৬) গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক বা সচিব বা কর্মসহায়ক বা নির্মাণ সহায়ক বা সহায়ক ঐ বিশেষ সংসদ সভায় প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচনের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন কার্যবিবরণী রেজিস্টারে।

(৭) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সমিতির কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক প্রয়োজন মনে করলে ঐ বিশেষ সভায় সম্প্রসারণ আধিকারিকের পদমর্যাদার একজন পর্যবেক্ষককে (পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা পঞ্চায়েত হিসাব ও নিরীক্ষা আধিকারিক অথবা অন্য কোন সম্প্রসারণ আধিকারিককে) পাঠাবেন। পর্যবেক্ষক সভায় উপস্থিত থেকে কার্য্যবিবরণী পরিদর্শন করবেন এবং সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করবেন।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংরক্ষিত আসনের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরী ও প্রকাশ ঃ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংরক্ষিত আসনে কারা সদস্য হতে পারবেন সেই সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরী করবে। গ্রাম সংসদের ভোটার তালিকা থেকে এই সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যরা হবেন--

(ক) ঐ সংসদে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য একজন বা দুইজন।

(খ) যিনি বা যাঁরা বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন।

(গ) এলাকায় কর্মরত কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অন্যান্য সমষ্টি-ভিত্তিক সংগঠন, যেমন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালন কমিটি, জলবিভাজিকা কমিটি, জলব্যবহারকারী কমিটি, বনরক্ষাকারী কমিটি ইত্যাদি। ঐ সংস্থা বা সংগঠনগুলিকে নিবন্ধীকৃত বা রেজিস্টার্ড অথবা রাজ্য-সরকার দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, সংসদ এলাকায় কাজ করতে হবে এবং তাঁদের সদস্যদের অবশ্যই গ্রাম-সংসদের সদস্য অর্থাৎ ভোটার হতে হবে। প্রত্যেক সংস্থা বা সংগঠন থেকে একজন করে অনধিক তিনজন সদস্যকে নির্বাচিত করতে হবে।

(ঘ) ঐ সংসদ এলাকায় অন্তত ছয়মাস কাজ করেছেন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এমন স্বনির্ভর দলগুলি যাদের সব সদস্যগণ ঐ সংসদের সদস্য তথা ভোটার--- এমন দলগুলি থেকে একজন করে মোট তিন জন পর্যন্ত সদস্য নির্বাচিত হবেন। এই স্বনির্ভর দলগুলি এস.জি.এস.ওয়াই. অথবা অন্য কোন প্রকল্পের

অধীনে গঠিত হতে পারে এবং স্বনির্ভর দলগুলি থেকে নির্বাচিত মোট তিনজন সদস্যের মধ্যে অন্তত দুইজন সদস্য মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর দলের সদস্য হবেন।

(ঙ) সংসদ এলাকায় বসবাসকারী এবং ভোটার এমন অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের মধ্য থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন।

(চ) সংসদ এলাকায় বসবাসকারী এবং ভোটার এমন অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন নির্বাচিত হবেন।

যেহেতু এলাকায় (গ) থেকে (চ) পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে একাধিক ভোটার থাকতে পারেন তাই ঐসব নির্দিষ্ট আসনে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরী করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের অন্তত ১৫ দিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের নেটিশ-বোর্ডে টাঙাতে হবে। দাবীদার বা অভিযোগকারী থাকলে সাত দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে দরখাস্ত জমা দিতে হবে। দাবী অথবা অভিযোগ বিবেচনা করে প্রধান তালিকাটি সংশোধন করবেন এবং সংশোধিত তালিকা নোটিশ বোর্ডে টাঙাবেন। যিনি বিশেষ সভায় নির্বাচনের কাজটি পরিচালনা করবেন সেই প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের দিন ঐ তালিকার কপি মজুত থাকবে এবং ঐ সংসদের ভোটার তালিকাও মজুত থাকবে। তাই গ্রাম সংসদের বিশেষ সভা ডাকার আগে যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরী করতে হবে।

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যিনি বা যাঁরা দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সংগ্রহ করবে। ঐ তালিকাটিও বিশেষ সভায় প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে মজুত থাকবে।

(ক) থেকে (চ) পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনগুলিতে সদস্য নির্বাচনের পর সংসদ এলাকার সাধারণ ভোটারদের মধ্য থেকে ১০ জন বা সংসদের মোট ভোটারদের সংখ্যার এক-শতাংশ--- এই দুইয়ের মধ্যে যেটা বেশী হবে সেই সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হবেন। সদস্য নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যাতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মোট সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অবশ্যই মহিলা হবেন।

বিশেষ সংসদ সভা পরিচালনার নির্দেশিকা ঃ

(১) সভা শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রিসাইডিং অফিসার সভার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হবেন। কোরাম হতে সময় লাগতে পারে, তাই এক ঘন্টা অপেক্ষা করা দরকার।

(২) কোরাম হওয়ার জন্য ঐ সময় মাইকে আর একবার সভার কথা প্রচার করা যেতে পারে এবং গ্রাম-সংসদ বিষয়ক অডিও-ক্যাসেট বাজানো যেতে পারে।

(৩) এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে করতে যদি মনে হয় যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে কোরাম হতে পারে তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন।

(৪) কোরাম না হলে মিটিং শুরু হবে না এবং মিটিং শুরু না হওয়া পর্যন্ত সই করানো শুরু হবে না।

(৫) যদি প্রিসাইডিং অফিসার নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করার পরও দেখেন যে কোরাম হয়নি এবং হওয়া সম্ভব নয়--- তখন তিনি বিশেষ সংসদ সভা মুলতুবি ঘোষণা করবেন এবং ঠিক ৭ দিন বাদে একই জায়গায়, একই সময়ে মুলতুবি সভা বসবে --- এই ঘোষণা করবেন।

(৬) বিশেষ সভা শুরুতেই সভার সভাপতি সভার উদ্দেশ্য সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন। কোন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হচ্ছে, এই সমিতিতে কারা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে পারবেন, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কী কাজ করবে--- এই কথাগুলি উপস্থিত সকল ভোটারদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

(৭) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যটি বুঝিয়ে বলার পর প্রিসাইডিং অফিসার সমিতি গঠনের কাজ শুরু করবেন।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া ঃ

নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত প্রিসাইডিং অফিসার।

(১) ঐ সংসদ থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যাদের নাম প্রিসাইডিং অফিসার পাঠ করবেন এবং তাঁকে বা তাঁদেরকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য বলে ঘোষণা করবেন।

(২) বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট যিনি বা যাঁরা পেয়েছেন তাদের নাম পাঠ করবেন এবং তাঁকে বা তাঁদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন।

(৩) এলাকায় কর্মরত এবং নিবন্ধীকৃত অথবা রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অন্যান্য সমষ্টি ভিত্তিক সংগঠনগুলির নামের তালিকা (যেটি গ্রাম পঞ্চায়েত আগে থেকে তৈরী করে রেখেছে) প্রিসাইডিং অফিসার পাঠ করে শোনাবেন। ঐ নামের তালিকা থেকে তিনটি সংস্থা ও তাদের একজন করে তিনজন সদস্যকে উপস্থিত ভোটাররা নির্বাচিত করবেন। ভোটাররা হাত তুলে বা আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে কাকে সমর্থন করছেন তা জানাবেন। প্রিসাইডিং অফিসার দেখবেন প্রত্যেক নামের জন্য কত জনের সমর্থন আছে। চোখে দেখে বুঝতে অসুবিধা হলে গুণে নেবেন। ভোটাররা বসা অবস্থায় হাত তুললে বা আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হলে যদি গুণতে অসুবিধা হয় তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার তাদের উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করবেন গণনার সুবিধার জন্য। যেসব ভোটার কোন প্রার্থীর নাম সমর্থন করছেন তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সমর্থন জানাবেন। আর যে ভোটাররা ঐ প্রার্থীর নাম সমর্থন করছেন না তাঁরা বসে থাকবেন। প্রিসাইডিং অফিসার হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের সংখ্যা গুণে নিয়ে কার্যবিবরণী রেজিস্টারে লিখবেন। যে তিনটি সংস্থা বা সংগঠনের এবং তাঁদের সদস্যদের সবচেয়ে বেশী সমর্থন আছে তাঁদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন। এই সদস্যদেরকে অবশ্যই গ্রাম সংসদের সদস্য অর্থাৎ ভোটার হতে হবে।

(৪) এরপর প্রিসাইডিং অফিসার যোগ্য স্বনির্ভর দলগুলির নামের তালিকা পড়ে শোনাবেন। এই নামের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে আগে তৈরী করে রাখতে হবে। এই স্বনির্ভর দলগুলি এলাকায় অবশ্যই ছয়মাস কাজ করছে এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এবং তাদের সদস্যরা গ্রাম সংসদের ভোটার। স্বনির্ভর দলগুলি এস.জি.এস.ওয়াই বা অন্য কোন প্রকল্পের অধীনে গঠিত হতে পারে। দলের তালিকা থেকে তিনটি দল ও তাদের একজন করে তিনজন সদস্যকে নির্বাচিত করতে হবে। তিনজনের মধ্যে দুইজন অবশ্যই মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর দলের সদস্য হবেন। যে তিনজনের নামের জন্য (৩)-নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশী সমর্থন পাওয়া গেল তাদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন।

(৫) সংসদের বাসিন্দা এবং ভোটার এমন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের নামের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে আগে থেকে তৈরী করে রাখতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার ঐ নামের তালিকা পড়ে শোনাবেন এবং যাঁর সমর্থন সবচেয়ে বেশী তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন। নির্বাচনের জন্য (৩)-নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

(৬) এরপর শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করার পালা। ঐ সংসদের বাসিন্দা ও ভোটার কতজন অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত শিক্ষক আছেন তাঁদের নাম পড়ে শোনাবেন। যে নামের জন্য ভোটারদের সবচেয়ে বেশী সমর্থন আছে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন। একইভাবে (৩)-নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন।

(৭) সংরক্ষিত আসনগুলির নির্বাচনের পর সাধারণ আসনের জন্য নির্বাচন করা হবে। এই নির্বাচনের আগে প্রিসাইডিং অফিসার উপস্থিত সদস্যদের জানাবেন যে প্রত্যেক পাড়া থেকে সদস্য আসা উচিত এবং মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য হওয়া দরকার। সাধারণ আসনের নির্বাচন করার সময় প্রথমে একের তিনভাগ মহিলা সদস্য করতে গেলে আর যে কতজন বাকী থাকে সে কজন মহিলাকে প্রথমে নির্বাচিত করতে হবে। এইজন্য মহিলাদের নাম চাওয়া হবে। যেকটি নামের প্রয়োজন তার থেকে বেশী নাম এলে তখন নামগুলি সবাইকে পড়ে শোনাবেন এবং প্রত্যেক নামের জন্য কতজনের সমর্থন আছে তা জানতে চাইবেন। যাদের সমর্থন সবচেয়ে বেশী তাদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন।

(৮) সাধারণ আসনের মধ্যে যে কতজন মহিলা সদস্য এলেন তাদের বাদ দিয়ে বাকীদের জন্য এবার নির্বাচনের পালা। প্রিসাইডিং অফিসার ঘোষণা করবেন যে, এই পদগুলিতে শুধু পুরুষ নয় মহিলারাও আসতে পারেন। এরপর তিনি নামগুলি চাইবেন। প্রয়োজনের থেকে বেশী নাম এলে প্রত্যেকের জন্য কতজনের সমর্থন আছে তা দেখে নিয়ে যাদের বেশী সমর্থন আছে তাদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন। অসংরক্ষিত আসনে বা সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হবে মোট ভোটারদের সংখ্যার এক শতাংশ অথবা দশজন এই দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশী।

প্রতিটি সাধারণ আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রেই ভোটাররা হাত তুলে বা দলে বিভক্ত হয়ে তাদের সমর্থন জানাবেন। প্রিসাইডিং অফিসার গুণতি করে ফলাফল ঘোষণা করবেন। ভোটাররা বসা অবস্থায় থাকলে গণনার সুবিধার জন্য যারা প্রস্তাব সমর্থন করছেন তাদের উঠে দাঁড়াতে বলা যেতে পারে। প্রিসাইডিং অফিসার (৩)-নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন।

(৯) এবার প্রিসাইডিং অফিসার প্রতিটি আসনের জন্য কারা নির্বাচিত হলেন তাঁদের সকলের নাম পড়ে শোনাবেন এবং তাঁদের সকলকে সামনে এনে উপস্থিত ভোটারদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। প্রিসাইডিং অফিসার এই বিশেষ সভায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার কার্যবিবরণী রেজিষ্টারে লিখবেন এবং নির্বাচিত সদস্যদের নামগুলিও ঐ রেজিষ্টারে লিখবেন। এরপর তিনি রেজিষ্টারে সই করবেন।

(১০) নির্বাচন চলাকালে যদি কোন অশান্তি হয় এবং কোনভাবেই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করা সম্ভব না হয় তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন স্থগিত রাখবেন এবং স্থগিত রাখার কারণটি কার্যবিবরণী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে নির্বাচন স্থগিত হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে জানাবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

(১১) মুলতুবী সভার নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া একই থাকবে।

(১২) কোন ভোটার যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তার প্রার্থী হতে বাধা নেই, কিন্তু এই মর্মে একটি লিখিত সম্মতি লাগবে। যদি কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন তাহলে ঐ ব্যক্তির লিখিত সম্মতি তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে জমা দেবেন। সম্মতি পত্রে টিপসই থাকলে তা প্রস্তাবক প্রত্যয়িত করবেন। তবে পঞ্চায়েত সদস্য এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পাওয়া ব্যক্তির অর্থাৎ (ক) ও (খ) শ্রেণীভূক্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বলবৎ হবে না।

(১৩) যে কোন ভোটার নিজেই নিজের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। তার কোন প্রস্তাবক না থাকলেও চলবে। আবার প্রস্তাবক কোন ভোটারের নাম প্রস্তাব করতে পারেন। ঐ ভোটার সভায় উপস্থিত থাকলে এবং অসম্মতি না জানালে প্রস্তাবটিতে তার সম্মতি আছে ধরে নেওয়া হবে।

(১৪) কোন আসনে যদি পর্যাপ্ত সদস্য না পাওয়া যায় তবে যে কটি পাওয়া গেল তার নির্বাচন করা হবে। বাকী আসনগুলি পুরণের জন্য পুনরায় বিশেষ সংসদ সভা ডেকে একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করতে হবে।

(১৫) সুষ্ঠুভাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করতে গেলে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় আবশ্যক। তাই দিনের বেলায় বিশেষ সংসদ সভা ডেকে নির্বাচন করা উচিৎ হবে।

(১৬) বিশেষ সংসদ সভায় যে জিনিসগুলি লাগবে তার একটি তালিকা দেওয়া হল -

- ▶ আসনভিত্তিক যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা
- ▶ সংসদের ভোটার তালিকা-- বর্তমানে কার্যকরী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটার তালিকা
- ▶ বিশেষ সংসদ সভার হাজিরা খাতা, কার্যবিবরণী রেজিষ্টার (নির্বাচন প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধকরণের জন্য) এবং বিশেষ সংসদ সভার রেজলিউশন বই
- ▶ ঐ সংসদে বিশেষ সংসদ সভা পরিচালনার দায়িত্ব যে প্রিসাইডিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে এই মর্মে ঐ প্রিসাইডিং অফিসারকে দেওয়া পঞ্চায়েতের অনুমতি পত্র
- ▶ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত আদেশনামা (নং-১১০ তারিখ ৭ই জানুয়ারী, ২০০৫) এবং গ্রামোন্নয়ন সমিতি গঠনের হাত বই
- ▶ মাইক, ব্যাটারী ইত্যাদি
- ▶ ভোটার তথা সদস্যদের বসার জন্য শতরঞ্চি
- ▶ প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল

(১৭) বিশেষ সভায় নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ঐ সভার সভাপতি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের দায়িত্ব, কাজ, কার্যকালের মেয়াদ এবং সভার করার নিয়মগুলি বুঝিয়ে বলবেন। তারপর উপস্থিত সকল ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং রেজলিউশন বইতে সই করবেন। নির্বাচনের কার্যবিবরণী ঐ রেজলিউশন বইতে লেখা হবে না।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভা

(১) সংসদে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য, দুইজন সদস্য থাকলে বয়োজ্যেষ্ঠ পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি হবেন।

(২) বিশেষ সংসদ সভার নির্বাচনের পরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি প্রথম সভাটি কবে কোথায় হবে তা নির্বাচিত সদস্যদের জানিয়ে দেবেন। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভা অবশ্যই সংসদ এলাকার মধ্যে কোন স্থানে হবে।

(৩) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি প্রথম মিটিং-এ নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে সচিব হিসাবে মনোনীত করবে।

(৪) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি প্রতি মাসে অন্ততঃ একটি সভা করবে। সভা কবে কোথায় হবে এবং কিভাবে ডাকা হবে তা সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করবেন। সমিতিকে শক্তিশালী করতে মাসে তিন-চার বার পর্যন্ত মিটিং হতে পারে।

(৫) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে। কোরামের অভাবে সভা মুলতুবি হবে এবং মুলতুবী সভা প্রথম সভার ৭ দিন পরে বসবে।

(৬) সমিতির সভাপতি সভা পরিচালনা করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করবেন সভা পরিচালনা করার জন্য। তবে দুই সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম সংসদে দ্বিতীয় সদস্য উপস্থিত থাকলে তিনি সভা পরিচালনা করবেন।

(৭) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব সভার কার্যবিবরণী রেজিষ্টারে লিখবেন। সচিবের অনুপস্থিতে অন্য কোন সদস্য সকল সদস্যের অনুমতি সাপেক্ষে এই কাজটি করবেন। কার্যবিবরণী লিখবার পর সেটি পাঠ করে সকল সদস্যকে শোনাবেন। এরপর সভার সভাপতি ঐ কার্যবিবরণীর নীচে সই করবেন।

(৮) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাগজপত্র কোথায় থাকবে তা সদস্যরা সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

(৯) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা সবাই একমত হয়ে কাজ করবেন। তবে কোন কারণে একমত না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কাজ করবেন।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকালের মেয়াদ ঃ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকালের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ হবে। গ্রাম সংসদ প্রতিবছর বার্ষিক সভায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবে এবং আলোচনা করবে । সংসদের সদস্যরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের কাজের অগ্রগতির নিরীখে সমিতিতে তাদের সদস্যপদ নবীকরণ (রিনিউ) করবে। সংসদের সদস্যরা যদি মনে করেন যে, সমিতির কোন সদস্য/সদস্যা আশানুরূপ কাজ করছেন না তাহলে সেই সদস্যকে সমিতি থেকে অপসারণ করতে পারেন। ঐ শূন্যপদে পুনরায় বিশেষ সংসদ সভা ডেকে নতুন সদস্য নির্বাচন করবেন। গ্রাম সংসদ যদি মনে করে একাধিক সদস্য আশানুরূপ কাজ করছেন না, তাহলে ঐ একাধিক সদস্যের পদ নবীকরণ না করে অপসারণ করতে পারেন। এইভাবে গ্রাম সংসদ বার্ষিক সভায় দুইজন পদাধিকারী সদস্যদের অর্থাৎ ঐ সংসদ থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা(রা) এবং বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যিনি বা যাঁরা দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন-- ঐ দুই সংরক্ষিত আসনে সদস্যদের বাদে বাকী সব আসনের সদস্যদের গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যপদ থেকে অপসারণ করতে পারবেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজে সহায়তা করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তার প্রয়োজন মত এক বা একাধিক কার্যকরী সমিতি গঠন করতে পারবে। তিন থেকে চারজন সদস্য নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় স্বনির্ভর দলের জন্য কার্যকরী সমিতি, শিক্ষা কার্যকরী সমিতি, স্বাস্থ্য কার্যকরী সমিতি, জীবিকা কার্যকরী সমিতি ইত্যাদি। কার্যকরী সমিতি প্রয়োজন অনুযায়ী আরো লাগতে পারে তবে প্রাথমিক ভাবে এই চারটি কার্যকরী সমিতি দিয়ে কাজ শুরু করা যেতে পারে। কার্যকরী সমিতিতে তাঁরাই থাকবেন যাঁরা ঐ বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রাখেন, যেমন অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত শিক্ষককে শিক্ষা কার্যকরী সমিতিতে নিতে হবে।

গ্রাম সংসদের কোন সদস্য যিনি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে সদস্য নির্বাচিত হননি, কিন্তু তার কোন বিষয়ে বিশেষ কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা আছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি প্রয়োজন মনে করলে ঐ ব্যক্তিকে সমিতির কাজে সহায়তা করবার জন্য আহ্বান জানাতে পারে। আবার একই সঙ্গে অথবা আলাদাভাবেও কোন একটি কার্যকরী সমিতিকে সাহায্য করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে বলা যেতে পারে।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাজ ঃ

গ্রাম সংসদ এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পাঁচ বছরের পরিকল্পনা এবং প্রতি বছরের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা ও তার বাজেট তৈরী করতে সাহায্য করবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম সংসদের জন্য তৈরী পরিকল্পনাটি রূপায়ন করবে এবং তার তদারকিও করবে। এই কাজ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে নিম্নলিখিত কাজগুলি দায়িত্ব সহকারে পালন করতে হবে।

(ক) সংসদ এলাকার সব মানুষ বিশেষত গরীব মানুষদের সাথে আলোচনা করে এলাকার বিশেষ প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করা-- বিশেষ প্রয়োজনগুলি হল খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও জীবিকা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, স্বাস্থ্য-পুষ্টি সংক্রান্ত, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত বা বিভিন্ন পরিকাঠামো বা পরিষেবা সংক্রান্ত হতে পারে।

খাদ্য-নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঃ

- গ্রামের সমস্ত মানুষ দুবেলা খেতে পায় কিনা ? যারা তা পায় না তাদের জন্য সরকারের চালু প্রকল্পগুলির সাহায্যে বা নিজেদের উদ্যোগে কিছু করা যায় কিনা ?
- সকল মানুষকে খাদ্যের নিরাপত্তা কিভাবে দেওয়া যায় ? এই সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি যেমন অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, বিভিন্ন পেনশনের ব্যবস্থা ও রেশন ব্যবস্থা ঠিক মত চালু আছে কিনা বা যাদের যে সুবিধা পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছে কিনা। অভাবের সময় সবাইকে খাদ্যের সুযোগ দেওয়া যায় কিনা ?
- তার জন্য গ্রামের মহিলা স্বনির্ভর দলগুলিকে দিয়ে ধান কিনে তা গ্রেণ-গোলায় (শস্য-গোলা) রাখা যায় কিনা যাতে প্রয়োজন মতো তা ধার নেওয়া যায় ?

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও জীবিকা সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলি কি কি ঃ

- ক্ষেতমজুরেরা বছরে কতদিন কাজ পান ও গড়ে কত হারে মজুরী পান ? প্রাকৃতিক সম্পদ আরও নিবিড়ভাবে ব্যবহার করে ও পরিবেশ রক্ষা করে কাজের দিন আরও বাড়ানো সম্ভব কিনা ?
- বৃষ্টির জল আরও বেশি করে ধরে রেখে সব জমিতেই দুই-তিনবার ফসল ফলানো যায় কিনা?
- এলাকায় খাস-পুকুর, খাস-জমি কত আছে ? সেগুলিকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে ?
- খাস নয় কিন্তু পড়ে থাকা জমি--- ঝোপ-ঝাড়, নদীর পাড়, খাল-ধার কোথায় কত আছে ? সেগুলি কাজে লাগানো যায় কিনা ?
- খাবার জন্য বাড়ির পাশেই সব্জি-বাগান করা সম্ভব কি ? প্রতি ঘরে কি করা সম্ভব ? কীভাবে করা যাবে ?
- পুকুর, জলা ও ডোবাগুলি পরিস্কার করে মাছের ও হাঁসের চাষ বাড়ানো যায় কিনা ?
- এলাকায় গৃহপালিত পশুপাখি-পালনের অবস্থা কিরকম ? আরও উন্নতি কীভাবে করা যায় ?
- এলাকায় অন্য জীবিকা কি কি আছে ? যেমন-- তাঁত, বিড়ি-বাঁধা, পাটজাত দ্রব্য, কাপড়ে কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, কাঠের কাজ, মাটির কাজ ইত্যাদি। কেমন চলছে ? আর কি করার সুযোগ আছে?
- এলাকায় দোকানপাট, টালিভাটা, ইঁটভাটা, রাইস-মিল, কোল্ডস্টোরেজ ও অন্যান্য কারখানা কি আছে, কেমন চলছে, কাজের সুযোগ কি আছে, আরও কি হতে পারে ?

- সরকারী উন্নয়নমূলক কি কি স্কীম আছে ? তার নিয়ম কি ? সেগুলি আরও ভালভাবে রূপায়ণ করা যায় কিনা ?
- গ্রামের মানুষের নিজেদের উদ্যোগে জীবিকা সংক্রান্ত কোন উন্নয়ন করা যায় কিনা বা এই কাজে সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের উদ্যোগ যুক্ত করা যায় কিনা ?
- গ্রামের দরিদ্রতম পরিবারগুলির রোজগার কিভাবে বাড়ানো যায় ?

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলি কি কি হতে পারে ঃ

- পাড়ার সব বাচ্চারা প্রাইমারী স্কুলে বা শিশুশিক্ষা-কেন্দ্রে যায় কি ? কেন যায় না, কে কে যায় না, পড়া ছেড়ে দিচ্ছে কেন এবং কিভাবে তাদের স্কুলে বা শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায়।
- স্কুলে বা শিশুশিক্ষা-কেন্দ্রে দুপুরের খাবার রান্না করে দেওয়া হয় কিনা ও খাবারের মান গ্রামের মানুষের সাহায্যে আরও ভাল করা যায় কিনা।
- স্কুলে বা শিশুশিক্ষা-কেন্দ্রে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে কিনা ও তা না থাকলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা।
- স্কুলে বা শিশুশিক্ষা-কেন্দ্রে পাকা পায়খানা আছে কিনা ও তা ব্যবহার হয় কিনা ওবং তা না থাকলে কিভাবে তার ব্যবস্থা করা যায়।
- স্কুলে শিশুশিক্ষা-কেন্দ্রে পড়াশুনা করার মতো পরিকাঠামো ও পরিবেশ আছে কিনা ও তা কিভাবে গ্রামের নিজস্ব উদ্যোগেই উন্নত করা যায়।

স্বাস্থ্য-পুষ্টি সংক্রান্ত প্রয়োজন গুলি কি কি ঃ

- এলাকায় কোন অসুখগুলি বেশী হয় ? কোন্ ঋতুতে কোন্ অসুখ গুলি বেশী হয় এবং কেন হয় ? ঐ সব অসুখ বন্ধ করতে গ্রামেই কোন উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব কিনা ?
- গ্রামে ডায়রিয়া বা অন্যান্য পেটের অসুখের প্রকোপ কি রকম ও তা কিভাবে বন্ধ করা যায় ?
- সবাই নিরাপদ পানীয় জল পান কিনা ? নলকূপ যথেষ্ট গভীরতার কিনা ? কলতলা ও কুয়া বাঁধানো না থাকলে নিজেরাই তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা ?
- কটা বাড়ীতে পাকা পায়খানা নেই ? সব পরিবারে পাকা পা?খানা তৈরী করানো যায় কিনা ও খোলা মাঠে মলত্যাগ করা বন্ধ করা যায় কিনা ? গ্রামের কোথাও নোংরা জল যাতে না জমে থাকে তার জন্য নিকাশী ব্যবস্থা তৈরী করা যায় কিনা ?
- গ্রামের মহিলাদের নিরাপদে প্রসব হওয়ার সুযোগ আছে কিনা ও তা কিভাবে উন্নত করা যায়?
- উপস্বাস্থ্য-কেন্দ্রে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়া যায় কিনা ?
- সব বাচ্ছাদের ছয়টি টীকা পাওয়ার কথা, সবাই ঠিক সময়ে তা পেয়েছে কি ? না পেলে তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা ?
- অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি ঠিকমত চলে কিনা এবং সব শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা নিয়মিত যান কিনা ও মাসে অন্তত পঁচিশ দিন খাবার দেওয়া হয় কি না ? অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটির জন্য ভাল বাড়ী তৈরী করা যায় কি না ও তার জন্য কোন জমি জোগাড় করা যায় কি না ? অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে কি না ?
- সব শিশুদের জন্মের পর থেকে প্রথম দুই বছর প্রতি মাসে ওজন নেওয়া হয় কি না ও তা থেকে অপষ্টির কি চিত্র পাওয়া যায় এবং তা কিভাবে দূর করা যায় ?

- ♦ বাড়ীর জঞ্জাল রাস্তায় না ফেলে উঠোনে বা বাগানে গর্ত করে ফেলা যায় কি ? ঐ জঞ্জাল দিয়ে কিভাবে জৈব সার তৈরী করা যায় ? প্রতি বাড়ীতেই ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) তৈরী করা যায় কিনা ?
- ♦ ম্যালেরিয়া, যক্ষা, কালাজ্বর, কুষ্ট ইত্যাদি অসুখের প্রকোপ কি রকম ? ঐসব অসুখ প্রতিরোধের জন্য সময় মতো চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করা যায় ?

নারী ও শিশু-উন্নয়ন ঃ

- ▶ উন্নয়নের কাজে গ্রামের মহিলাদের আরও কিভাবে যুক্ত করা যায় ?
- ▶ এলাকায় স্বনির্ভর দল কয়টি আছে ? সমস্ত দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের স্বনির্ভর দলের সঙ্গে যুক্ত করা যায় কিনা ? তাদের উন্নয়নে কি কি সাহায্য করা যায় ?
- ▶ ১৮ বছরের আগে কোন নারীর বিয়ে হচ্ছে কি ? ২০ বছর বয়সের আগে কেউ মা হলে কী ধরণের সমস্যা হয় সে ব্যাপারে সচেতনতা আরও বাড়ানো যায় কি ?
- ▶ বিয়েতে পণ নেওয়া বন্ধ করতে কোন সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় কিনা ?
- ▶ গ্রামে নারী নিগ্রহের কোন ঘটনা ঘটে কিনা ? সেক্ষেত্রে কি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় ?
- ▶ এলাকায় কোন নারী বা শিশু পাচারচক্র সক্রিয় কিনা--- তা বন্ধ করতে আরও সজাগ থাকা যায় কিনা ?
- ▶ গ্রামে নারী সাক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় কত কম ? সেই বৈষম্য কত দ্রুত ও কিভাবে দূর করা যায় ? মেয়েরা স্কুলে পড়ার ক্ষেত্রে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে কিনা ও তা কিভাবে বন্ধ করা যায় ?
- ▶ একই কাজের জন্য পুরুষের মজুরী নারীর তুলনায় বেশী হলে তা বন্ধ করা যায় কিনা ?
- ▶ গ্রামে শিশু-শ্রমিক আছে কিনা ? তাদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত কিভাবে শ্রমিক হিসাবে না খাটিয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায় ?
- ▶ গ্রামে শিশুদের খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট জায়গা ও ব্যবস্থা আছে কিনা ? না থাকলে তা কিভাবে গড়ে তোলা যায় ?

পরিকাঠামো

- ♦ বড় রাস্তা থেকে গ্রাম পর্যন্ত ও গ্রামের ভিতরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক মত আছে কিনা ? না থাকলে নিজেদের উদ্যোগে তা কিছুটা উন্নত করা যায় কিনা ?
- ♦ বর্ষাকালে নিকাশী ব্যবস্থার জন্য রাস্তার ধারের নয়নজুলি পরিস্কার রাখা যায় কিনা ? রাস্তার একধার থেকে আরেক ধারে জল যাওয়ার জন্য হিউম পাইপ বসানো যায় কি ?
- ♦ রাস্তার ধারে পুকুরের পাড়ে মাটি ফেলে বাঁশের খাঁচা করে সুরক্ষা প্রাচীর (গার্ড-ওয়াল)দেওয়া যায় কি?
- ♦ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মোকাবিলার জন্য কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখা যায় কিনা ?
- ♦ বন্যার আগে কয়েকটি টিউবওয়েল উঁচু করে রাখা যায় কি ? যাতে ঐ জল বন্যার সময়ও ব্যবহার করা যায় ? কিছু হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার ও ফটকিরির ব্যবস্থা রাখা যায় কি ?
- ♦ বন্যার পর সব টিউবওয়েল, কূঁয়োগুলিকে নিজেরাই শোধন করে নেওয়া যায় কিনা ?
- ♦ পাড়ায় পাড়ায় বড় নোটিশ বোর্ড (টিন অথবা অন্য কোন সামগ্রীর) তৈরী করে টাঙানো যায় কি যেকানে তথ্য প্রচার করা যেতে পারে ?
- ♦ গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা ?

এই প্রশ্নগুলি ছাড়া আরও প্রশ্ন থাকতে পারে এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এখানে উপরের প্রশ্নগুলি উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

খ) গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণে সাহায্য করা ঃ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাজগুলিকে তিনভাবে ভাগ করা যায়---

- নিখরচার কাজ। উদাহরণ--- সবাই স্কুলে যাচ্ছে কিনা, অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনায় রেশন দোকান মাসে ৩৫ কিলোগ্রাম (পাঁচজন বা তার বেশি ইউনিটের পরিবার হলে) চাল, গম দিচ্ছে কিনা দেখাশুনা করা।
- অল্প টাকার কাজ। উদাহরণ--- শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে বা স্কুলের আঙিনায় গাছ লাগানো।
- বেশি টাকার কাজ। উদাহরণ--- শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ঘর তৈরী কাজের অগ্রাধিকার প্রথমে তৈরী হবে পাড়া মিটিং-এ। তারপরে তা গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে এসে খোলামেলা আলোচনায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হবে। এই তালিকা থেকে যেগুলি করতে মানুষ এখনই প্রস্তুত সেগুলি দেরী না করে এখনই করে ফেলা উচিত।

গ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাজের অগ্রগতি ও হিসাবের ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করে গ্রাম সংসদের সভায় পেশ করে পাশ করাতে হবে।

ঘ) গৃহ ও জমিজমার উপর করের নির্ধার তালিকা তৈরী করতে, কর আদায়কারীদের মাধ্যমে এলাকা থেকে কর আদায় করতে এবং উপবিধির সাহায্যে কর-বহির্ভূত আয় বাড়াতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য করবে।

ঙ) মানব-সম্পদ, বস্তুগত সম্পদ ও স্থানীয় সম্পদগুলিকে কীভাবে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা যাবে সে সম্পর্কে গ্রাম সংসদকে পরামর্শ দেবে।

চ) গ্রাম সংসদ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবারে জীবন ও জীবিকার কীভাবে উন্নতি হতে পারে এবং তারজন্য এলাকায় সব রকমের সম্পদের কীভাবে সদ্ব্যবহার হতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করবে।

ছ) গ্রাম-স্তরের কর্মীদের কাজে বিশেষত স্বাস্থ্য, পুষ্টি, লিঙ্গ-সমতা, শিক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, নারী ও শিশু-কল্যাণ, ঋণদান ও তা পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে সমিতি সহায়তা করবে।

জ) প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় যেমন খরা, বন্যা, নদীভাঙন, রোগ, মহামারী ইত্যাদি মোকাবিলার কাজে সমিতি উদ্যোগ নেবে এবং খাদ্যের নিরাপত্তার লক্ষ্যে এলাকায় শস্যগোলা তৈরী করবে।

ঝ) প্রতিবেশীদের নিয়ে স্বনির্ভর দল তৈরী করবে, ব্যবহারকারী দল তৈরী করবে এবং গ্রামের যাবতীয় খবরাখবরের প্রচার ও সম্প্রসার ঘটাবে।

ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং গ্রাম সংসদের সমস্ত কাজকর্মে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবে এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় বজায় রাখবে।

গ্রামের সমস্ত পরিবারের জীবন-যাপন আরও উন্নত করতে হলে সবার একসাথে ও মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা দরকার ও বিরোধ থাকলে তা নিজেরাই মিটিয়ে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। সকলের মিলিত চেষ্টাকে আরও কার্য্যকরী করাই গ্রাম উন্নয়ন সমিতির একটি বড় কাজ এবং গ্রাম-সংসদের দরিদ্রতম পরিবারের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতিই হবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাফল্য।